মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে পৌরসভার ৩,৪,৫ নম্বর ওয়ার্ডে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন

জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য তুলে দেন। এ সময় তিনি বলেন, কাউকে খুশি করতে মেহেরপুরের গনমাধ্যমের কাছে করোনার আক্রান্ত ও শনাক্তের সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। প্রমাণ করা হচ্ছে মেহেরপুর করোনা রোগীর সংখ্যা একেবারেই কম।

যে পরিমাণে রোগীর পরীক্ষা করার কথা সেই পরিমাণ রোগীর করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুরকে গ্রীন জন ঘোষণা করা হয়েছে গতকাল ৬ জন ও তার আগেরদিন ৫ জনসহ সর্বসাকুল্যে অর্ধশতাধিক করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে কোথাও না কোথাও করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করছে।এবং শত শত রোগী হোম কোয়ারেন্টাইন আছে।

সেই সাথে মেহেরপুর জেলাকে রেড জোন ঘোষনা করে আইসোলেশন সেন্টার, ইনসেনটিভ কেয়ার, কোয়ান্টাইনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করার আহবান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনসারুল হক, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ,বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ, আব্দুল্লাহ মাস্টার কালু, শাহ জাহান শাহ, আব্দুল হালিমসহ জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাবৃন্দ।

মেপ্র/এমএফআর

আরেক মীরজাফর মোশতাক ও জিয়ার চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়: প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতা-উত্তর দেশকে সমৃদ্ধির সোপানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য জাতির পিতা রাষ্ট্র পরিচালনার যখন দায়িত্ব পেলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ দেশটিকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সেই আরেক মীরজাফর মোশতাক ও জিয়ার চক্রান্তে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়ে গেল।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া এক বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় সংসদের সভাপতিত্ব করছিলেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া বক্তব্যে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সংগ্রামের বর্ণনা দিয়ে দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের এই ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যে অর্জন সেটি হচ্ছে-বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জাতি স্বাধীন হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

জাতীয় জীবনে আওয়ামী লীগের অবদান ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানুষের জন্য কথা বলে গেছে, মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছে এবং মানুষের জন্য কাজ করছে।

ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, আজকের এই দিনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের প্রতিজ্ঞা– এ দেশকে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলব। জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ করব। মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করে যাব। আজকের দিনে জাতির পিতার কাছে এটিই আমাদের অঙ্গীকার।

তিনি বলেন, জাতির পিতা শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার যে আকাঙ্ক্ষা, তা আমাদের পূরণ করতে হবে। তার অস্তিত্ব আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে। একসময় তাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মুছে ফেলা যায়নি। সত্যকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যায় না।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে মানুষের জন্য কাজ করে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এসেছে, বাংলাদেশের মানুষ কিছু পেয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

সাত দশক ধরে আ’লীগ সংকটে মানুষের পাশে: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের যে কোনো সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। গত সাত দশক ধরে আওয়ামী লীগ সংকটে মানুষের পাশে থেকে এ আস্থা অর্জন করেছে।

তিনি মঙ্গলবার সকালে আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দলের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নিজের সরকারি বাসভবন থেকে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এখন অধিকতর সংগঠিত-শক্তিশালী উল্লেখ করে দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নেতাকর্মীরা নিবেদিত প্রাণ, সজাগ এবং দলের ইশতেহার বাস্তবায়নে সুশৃঙ্খল কর্মীরা প্রতিশ্রুতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা ধারণ করে আওয়ামী লীগ মুজিবাদর্শের প্রতিটি সৈনিক দেশ ও জাতির কল্যাণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ ঐক্যবদ্ধ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিশ্বদরবারে পরিচিত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে এবং পূর্ব পুরুষের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে সম্মিলিত সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে।

মাতৃভূমিকে আগামী প্রজন্মের উপযোগী করে গড়ে তোলারও অঙ্গীকার করেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে মূলোৎপাটন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণই হবে আমাদের অঙ্গীকার।

‘বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নই আজ বাস্তবায়িত করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা নিছক কোনো প্রধানমন্ত্রী নন, তার লক্ষ্য পরবর্তী নির্বাচন নয়, তার ভাবনায় শুধুই পরবর্তী প্রজন্ম।’ সুত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আওয়ামীলীগ এর ৭১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাস ভবন চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ। এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম, সাধারণ সম্পাদক এম এ

খালেক, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহীম শাহীন।

উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক বুলবুল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, আওয়ামী লীগ নেতা কাজী শহীদ, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, যুব মহিলালীগ নেত্রী ও জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা, শামিউন বসিরা পলি, সোভা মন্ডল, তাসলিমা, কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, ছাত্রলীগ নেতা আসিফ ইকবাল অনিক প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ

হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘বিএনপির ত্রাণকাজে বাধার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা’

বিএনপির ত্রাণকাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সোমবার তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা জানান।

এর আগে রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, করোনা মহামারীর মধ্যে গরিব ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সরকারি দলের এ হামলা অশুভ ইঙ্গিতেরই ইশারা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় কে বাধা দিচ্ছে তা স্পষ্ট করুন, তথ্যপ্রমাণ দিন। অভিযোগ সত্য হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

তিনি বলেন, ‘মানবিক কাজে বাধা প্রদান আওয়ামী লীগের নীতি নয়।

করোনার উচ্চঝুঁকি বিবেচনায় সরকার কিছু জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এসব এলাকার জনসাধারণকে কঠোরভাবে সরকারি নির্দেশনা মেনে ও ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনার এই দুর্যোগে বাংলাদেশে সফররত চীনা বিশেষজ্ঞ টিম সরকারের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করেছেন।

‘তারা নমুনা পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতার অভাবের কথাও বলেছেন।’

ওবায়দুল কাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, এক সেকেন্ডের অবহেলা, হাত ধোয়ার ২০ সেকেন্ডের অলসতা ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সরকার জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে আইসিইউসহ জরুরি সেবা সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি এ সংকটকালে বেসরকারি উদ্যোগও যোগ করতে পারে নতুনমাত্রা।

তিনি আরও বলেন, নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থাপন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ সিস্টেম।

সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টেস্টিং কেপাসিটি এবং চিকিৎসা সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ৬০ এর অধিক কেন্দ্রে টেস্ট করা হচ্ছে, প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হবে।

এরই মধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম সুরক্ষা সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় তিনি করোনার লক্ষণ দেখা দিলে গোপন না করে নিকটস্থ কেন্দ্রে পরীক্ষা করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

এর আগে ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের তত্ত্বাবধায়ক মো. আবদুল হামিদের কাছে দুটি আইসিইউ ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করেন।

সবাই স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলুন: প্রধানমন্ত্রী

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বলেছেন, জীবন চলতে থাকবে, জীবন স্থবির থাকতে পারে না। তার পরও সবাইকে স্বাস্থ্যবিধিটা একটু মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।

রোববার গণভবনে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান

জানান।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু তার পরও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। যতটুকু সম্ভব উন্নয়নের গতিটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে সরকার।

তিনি বলেন, করোনার কারণে ইতিমধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্যসহ অনেককে হারিয়েছি। দেশবাসীর কাছে এটুকু বলব– আসুন সবাই মিলে দোয়া করি, আল্লাহ যেন এ মহামারী থেকে আমাদের মুক্তি দেন। এটি শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, বিশ্বব্যাপী সমস্যা। মানুষ যেন করোনা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে, সেটিই আমরা চাই।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে জানানো হয় একদিনে তিন হাজার ২৪০ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৩৭ জন। সব মিলে দেশে মোট করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ আট হাজার ৭৭৫ জন। মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২৫ জনে। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন। সূত্র-যুগান্তর

অক্সিজেন মজুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে হাসপাতালগুলোতে যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংকট, সেখানে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী তা মজুদ করছেন। অক্সিজেন মজুদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, সিলিন্ডার মজুদ করে রেখে দেয়ার ফলে মৃত্যুপথযাত্রী রোগী অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি সিলিন্ডার মজুদ করার মতো স্বার্থপর ভাবনার চেয়ে করোনা প্রতিরোধে মনোনিবেশ করতে

সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের রোববার সকালে রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় নিজের সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।

করোনার এই উদ্বেগের সময় অনুমাননির্ভর ওষুধ মজুদ না করার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এটি অপ্রয়োজনীয় এবং হিতে বিপরীত হতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া অক্সিজেন ব্যবহার ভয়ঙ্কর হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে ঘরে সচেতনতা ও সতর্কতার দুর্গ গড়ে তুলে করোনা প্রতিরোধে অনুমাননির্ভর ওষুধ ও অক্সিজেন মজুদ না করার আহ্বান জানান।

করোনা টেস্ট পেতে দীর্ঘসূত্রতা দূর করার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, সংশ্লিষ্টদের সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নমুনা গ্রহণ স্বল্পসময়ে রিপোর্ট প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, কিছু বেসরকারি হাসপাতাল কোভিড রোগীদের সেবায় প্রশংসনীয় কাজ করলেও এখনও অনেক হাসপাতালের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও ঠিকমতো হচ্ছে না বলেও রিপোর্ট আছে।

মন্ত্রী হাসপাতাল মালিক, চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের এ কঠিন সময়ে ব্যবসার চেয়ে মানবিকতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার আহ্বান জানান।

করোনায় অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাণ হারিয়েছেন, এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অধিকসংখ্যক মৃত্যুবরণ করেছেন জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে আওয়ামী লীগই ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশের যে কোনো সংকটে মাটি ও মানুষের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাহসী সৈনিক, মুজিবাদর্শের যোদ্ধারা শেখ হাসিনার নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তমানবতার সেবায় এবারও অনন্য দৃষ্টান্ত স্হাপন করেছে আওয়ামী লীগ।

করোনার এ সংকটে মিডিয়া তথা গণমাধ্যমকর্মীদের বেতনভাতা অব্যাহত রাখার জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। বলেন, দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা

স্মরণে নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের সাধ্যমতো উদারতা প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি। সূত্র-যুগান্তর

কানাডা গেলেন হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ কানাডায় গিয়েছেন। শুক্রবার ভোররাত চারটার দিকে কানাডার উদ্দেশে তিনি রওনা হন।

জানা গেছে, আওয়ামী লীগ নেতা হানিফ কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে দোহা গেছেন। ট্রানজিট যাত্রী হিসেবে কানাডা যাওয়ার কথা তাঁর।

শনিবার বিকালে মাহবুবউল আলম হানিফের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) তারিকুল ইসলাম টুটুল এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন মাহবুবউল আলম হানিফের স্ত্রী ও দুই ছেলে। সেখানে তার আরও আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। এর মধ্যে এক আত্মীয় অসুস্থ। কিন্তু করোনার জন্য অনেক দিন ধরে সেখানে যেতে পারছিলেন না। তাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে তিনি কানাডায় গেছেন।

খুব শিগগির তিনি দেশে ফিরে আসবেন বলে জানান তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা। তবে কবে ফিরবেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারেননি তিনি। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে আ’লীগ নেতার মৃত্যুতে জনপ্রশাসন

প্রতিমন্ত্রীর শোক

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টুর(৬৫) মৃত্যুতে গভির শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি।

শনিবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার মাধ্যমে শোকাতর পরিবারের প্রতি গভির সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সাথে মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। একই সাথে মেহেরপুরের সকল জনগনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল মহি লাল্টুর মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেপ্র/এমএফআর